পাষণ্ডের গণ সব এল ত্বরা করি।
দাস হ'য়ে হরি বলে দন্তে তৃণ ধরি।।
তাহা দেখি সবে বলে 'জয় হরি জয়।
জয় মহাপ্রভু হরিচাঁদ জয় জয়।।'
কেহ বলে 'প্রেমানন্দে হরি হরি বল।'
এইভাবে মহাভাবে সবে মেতে গেল।।
লম্ফঝম্ফ ভূমিকম্প পুলকিত অঙ্গ।
কেহ বা বেহুঁশ আর নহে প্রেমভঙ্গ।।
বিপক্ষেরা বলে গিয়া নায়েবের ঠাঁই।
বলে 'বাবু দেখ গিয়া আর রক্ষা নাই।।'
নায়েব কহিছে 'খুব কীর্ত্তন হউক।
প্রেমে মেতে যাহা ইচ্ছা তাহাই করুক।।
তোদের কথায় আমি মিছা করি রোষ।
ঘরে দীপ বহুলোক কিবা করে দোষ।।
পতিব্রতা সতী নারী পতি আছে সাথে।
দোষ যদি করে তাহা করে গোপনেতে।।
এখন তাদের প্রতি নাহিক জুলুম।
নামগান করিবারে দিয়াছি হুকুম।।
মারিয়াছি দশরথে ভাগ্যে কিবা হয়।
এ ঠাকুর সামান্য ঠাকুর যেন নয়।।
আজানুলম্বিত ভুজ আকর্ণ নয়ন।
মানুষেতে নাহি মিলে এমন লক্ষণ।।
দশ টাকা জরিমানা বিশ টাকা দি'ছে।
কি জানি ঠাকুর যেন মোরে কি করে'ছে।।
স্বপ্নে দেখিয়াছি অই ঠাকুর আসিয়া।
হস্তের অঙ্গুলী মোর নিল খসাইয়া।।
আরো দেখিলাম যেন আসিয়াছে পত্র।
গৃহদাহ হইয়াছে ঘর নাহি মাত্র।।
ইতিউতি কত যে কি দেখিনু স্বপনে।
নৃত্য করে বাম অঙ্গ শান্তি নাই মনে।।
ফিরে গেল পাষণ্ডেরা অতি মৌন হ'য়ে।
এ দিকেতে সংকীর্ত্তন উঠিল মাতিয়ে।।
যামিনী হইল ভোর নাম সংকীর্ত্তনে।
সবে প্রেমে মত্ত, ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি মানে।।
সংকীর্ত্তন হইতেছে কারো নাই হুঁশ।
ভেদাভেদ জ্ঞান নাই নারী কি পুরুষ।।
বৃংহতি বৃংহত রবে হস্তী হস্তী যুঝে।
হেন রব হইতেছে কীর্ত্তনের মাঝে।।
কীর্ত্তনের রব যেন মত্ত সিংহরব।
শৃগালের মত ভীত পাষণ্ডেরা সব।।
হেন জ্ঞান হইতেছে সময় সময়।
প্রলয় ঝঞ্ঝাটে যেন গ্রাম উড়ে যায়।।
ভেক প্রায় ভীরু হ'য়ে র'য়েছে পাষণ্ড।
এইরূপে বেলা হ'ল পাঁচ-ছয় দণ্ড।।
নিশি ভোর পূর্ব্বাকাশে শূন্যে স্থিত রবি।
শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত গীত গায় কবি।।

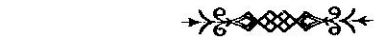

মহিলা-কাছারী এবং বিচার ও হুকুম

মালাদেবী হুঁশ হ'য়ে সংকীর্ত্তন ভীতে।
বিনয়ে চরণে ধরি কহে দশরথে।।
'নিশি ভোর পূর্বাকাশে উদয় তপন।
ক'রে দেন প্রভুর সেবার আয়োজন।।
আপনার প্রতি কল্য দেখে অত্যাচার।
গত নিশি সকলে রয়েছে অনাহার।।'
দশরথ দশাভঙ্গ ভকতের সঙ্গ।
স্থির হ'ল প্রেমসিন্ধু থামিল তরঙ্গ।।
প্রভু কহে 'মালাবতী পাক কর গিয়া।
কাছারী করিব অদ্য আহার করিয়া।।
মাতাগণ যাও সবে নিজ নিজ ঘরে।
সকালে বিকালে এসে দেখে যেও মোরে।।
মালাদেবী স্নান করি করিল রন্ধন।
আমান-তণ্ডুল-অন্ন ষোড়শ ব্যঞ্জন।।